- বর্ষ ২০২৩
- সংখ্যা ০৩
- জুলাই- সেপ্টেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২২ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী ঘাসফুল'র শোক পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২৩' পালন উপলক্ষে ঘাসফুল এর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কার্যালয়, ০৮টি প্রকল্প কার্যালয়, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলসহ দেশের ০৭টি জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ৬০টি শাখা অফিসে বঙ্গবন্ধু স্মরণে মাসব্যাপী ড্রপডাউন ব্যানার টানানো হয়, টাঙানো, চিকিৎসা সেবা ও ডায়াবেটিস ক্যাম্প, চক্ষু ক্যাম্প, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, শোক র‍্যালীতে অংশগ্রহণ, বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ১৫ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। ঘাসফুলের সকল কার্যালয়ে এবং ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে কর্মরত সকলেই মাসব্যাপী কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

"বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন: আমাদের প্রস্তুতি" শীর্ষক ওয়েবিনারে সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি;

উন্নত বিশ্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার যুদ্ধবিরতি জরুরী

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দ বাড়াতে হবে, সামাজিক নিরাপত্তা, জলবায়ু সহনশীল কৃষি, জীবাশ্ম জ্বালানী কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানী, খালখনন, পাহাড়কাটা রোধ, বর্জ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রয়োজন। রাইটস টু এনভায়রনমেন্ট বাদ দিয়ে রাইটস টু ডেভেলপমেন্ট সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। উন্নত বিশ্বের অপরিনামদর্শী উন্নয়ন ভাবনার কারণে আজকে ক্লাইমেট জাস্টিস বিঘ্নিত হচ্ছে। অকৃষি কাজে কৃষিজমি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। উন্নয়নের মডেল হবে স্থায়ীত্ব। সব উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিরপেক্ষ এনভারমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট জরুরী প্রয়োজন। পৃথিবীতে ২৫ শতাংশ মানুষ পানি সংকটে আছে। পানির কারণে রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা যেতে পারে। শুধু নগর জলাবদ্ধতা নয় গ্রামাঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিয়েও আমাদের পরিকল্পনা করা জরুরী। ক্লাইমেট রেসিলিয়ান্ট টেকনোলজি ইউজ করে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) বাস্তবায়ন করতে হবে।

রাইটস টু এনভায়রনমেন্ট বাদ দিয়ে রাইটস টু ডেভেলপমেন্ট সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। উন্নত বিশ্বের অপরিনামদর্শী উন্নয়ন ভাবনার কারণে আজকে ক্লাইমেট জাস্টিস বিঘ্নিত হচ্ছে। অকৃষি কাজে কৃষিজমি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। সব উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিরপেক্ষ এনভারমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট জরুরী প্রয়োজন। পৃথিবীতে ২৫ শতাংশ মানুষ পানি সংকটে আছে। পানির কারণে রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা যেতে পারে। শুধু নগর জলাবদ্ধতা নয় গ্রামাঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিয়েও আমাদের পরিকল্পনা করা জরুরী। ক্লাইমেট রেসিলিয়ান্ট টেকনোলজি ইউজ করে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) বাস্তবায়ন করতে হবে। তাপমাত্রা এমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের সচেতন না হয়ে উপায় নেই। আমরা বারবার প্রকৃতিকে আঘাত করছি, প্রকৃতি প্রতিশোধ নিবে না-তাতো ভাবা যায় না।

গত ১৯ আগস্ট শনিবার ঘাসফুল আয়োজিত "বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন:আমাদের প্রস্তুতি" শীর্ষকওয়েবিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

উন্নত বিশ্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার যুদ্ধবিরতি জরুরী... ১ম পৃষ্ঠার পর

এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন। ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি। ওয়েবিনারের স্বাগত বক্তব্যে সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী জলবায়ু পরিবর্তনে সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়ে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানান।

প্রধানঅতিথি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি বলেন, চট্টগ্রামের সকল সাংসদগণকে নিয়ে চট্টগ্রামের বিরাজমান সংকট ও সমস্যাগুলো নিয়ে একটি সমম্বয় সভা প্রয়োজন। আমাদের সংবিধান সংশোধনী; ৮/'ক"-তে পরিবেশের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং এবিষয়ে অবহেলা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা করার সুযোগ নেই। তাপমাত্রা এমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের সচেতন না হয়ে উপায় নেই। আমরা বারবার প্রকৃতিকে আঘাত করছি, প্রকৃতি প্রতিশোধ নিবে না-তাতো ভাবা যায় না। সুতরাং আজকের উন্নত বিশ্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা জরুরী। জলবায়ু পরিবর্তন স্থির নয়, ক্রমপরিবর্তনশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের যে গতি, তার থেকে দ্রুতগতিতে আমাদের সমাধানের পথ বের করতে হবে।'

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে প্রফেসর ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক বিষয়, এখানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের কাজ করতে হবে। নগরায়ন বৃদ্ধি ও কার্বণ নিঃসরণ বাড়ছে, পাহাড়, বন ধ্বংস করা হয়েছে, তাপমাত্রা বাড়ছে, ঋতু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, দুর্যোগ বাড়ছে, কৃষিতে সমস্যা হচ্ছে। আমাদের ক্লাইমেট নিউট্রাল ইকোনমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গ্রীণ এন্ড ক্লীন ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট তৈরীতে মনোযোগ দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও আমাদের নাজুকতা উল্লেখযোগ্য। ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হালদা নদীতে লবণাক্ততা বেড়ে ৮পিপিটি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে নারীদের প্রজননস্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ অন্যান্য বৃহৎ স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা উচিত।

ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন সাবেক মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, এডিবি'র রিসোর্স পার্সন ও সাবেক সচিব সুলতানা আফরোজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর (অবঃ) ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী, বুয়েট, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক প্রফেসর ড. এ.কে.এম সাইফুল ইসলাম, বেলা'র প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর চেয়ারম্যান স্থপতি আশিক ইমরান, ফোরাম ফর প্ল্যান্ড চট্টগ্রাম এর সহসভাপতিইঞ্জিনিয়ার সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ ফেরদৌস আনোয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. অরবিন্দ কুমার রায়, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ড. মোঃ ছাদেকুল আলম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের সভাপতি ড. মোঃ আলী হায়দার, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) 'র ড. ইদ্রিস আলী, চট্টগ্রাম ওয়াসার তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী মোঃ মাহাবুবুল আলম, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটি'র কোষাধ্যক্ষ বিশিষ্ট কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব কে. এ.এম. মাজেদুর রহমান, জলবায়ু সংগঠক শরিফ চৌহান,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েরইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস'র শিক্ষার্থী প্রতীক দত্ত। ওয়েবিনারটি ঘাসফুল ফেইসবুকে সরাসরি সম্প্রচার হয় এবং বক্তাদের অভিমতের উপর ভিত্তি করে সাতটি (০৭) সুপারিশ গৃহীত হয়। ওয়েবিনারে সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম সাঃ সম্পাদক শাহানা বেগম, নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট, বুয়েট এর সহযোগী অধ্যাপকড. আহমেদ ইশতিয়াক আমিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)

এর উপ-প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ (ভারপ্রাপ্ত),প্রকৌশলী মোঃ আবু ঈসা আনছারী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সহকারী প্রধান (পরিবেশ ও প্রতিবেশ) সাকিব মাহমুদ, উপ-প্রধান বন সংরক্ষক (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং) মোঃ মঈনুদ্দিন খান, উপকূলীয় বন বিভাগের চট্টগ্রাম বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মোঃ ছাইফুল্লাহ মজুমদার, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ'র সহ. ম্যানেজার (এস্টেট) মুহাম্মদ শিহাবউদ্দিন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, অংশীজন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস এর শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

সুপারিশমালাঃ

১. নদীভাঙন রোধ, নদী শাসন, উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই বাঁধ ও ম্যানগ্রোভের সংরক্ষণের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন। বিপজ্জনক উপকূলীয় অঞ্চলে জানমালের রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা জোরদার করা উপকূলসহ প্রত্যন্ত এলাকায় বাস্তুচ্যুতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া, উপকূল অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সাধারন মানুষের বোধগম্য আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা তৈরি করা এবং টেকসই প্রশমন, উদ্ধার ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। নীচু এলাকার চারপাশে বাঁধ দেয়া, যা বন্যা থেকে কৃষিজমি, বাড়িঘর ও অবকাঠামোকে রক্ষা করবে। খাল খনন, মিঠাপানির উৎস সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, পাহাড়কাটা রোধ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রয়োজন।

৩. জলবায়ু সহনশীল কৃষিব্যবস্থা, পানি ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা বৃদ্ধি ও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বিনিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। অকৃষি কাজে কৃষিজমি ব্যবহার কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত কার্যকরভাবে মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগগুলোর সমন্বয় জোরদার করার পাশাপাশি কর্পোরেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা, বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ফিন্যান্সিয়াল টুলস ডেভলাপ করা। পরিস্থিতি মোকাবেলায় অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। 'জলবায়ু পরিবর্তন প্রসঙ্গে জনসচেতনতার পাশাপাশি অধিকার রক্ষার উদ্যোগ নেয়া, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা, ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে কার্যকর নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ। ক্লাইমেট নিউট্রাল ইকোনমি প্রতিষ্ঠাসহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপে (পিপিপি) ক্লাইমেট সহনীয় পরিকল্পনা প্রয়োজন।

৫. জলবায়ু সুরক্ষা ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ, জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ কমিয়ে এনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির নতুন নতুন উৎস আবিস্কার, ব্যবহার বৃদ্ধি ও সবুজ প্রযুক্তিতে মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্যের রূপান্তরে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরী। জীবাশ্ম জ্বালানী কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে পানি, সৌর, বাতাস, বর্জ্য ও বায়োগ্যাসকে কাজে লাগাতে হবে। ক্লাইমেট ফান্ড সংগ্রহে সরকারি সংস্থার সক্ষমতা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে।

৬. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রাজধানীসহ বড় শহরগুলোতে মানুষের চাপ বাড়ছে। উন্নয়নের মডেলে পরিবেশকে সাংঘর্ষিক না করে আরো কার্যকর উপায়ে নতুন করে উন্নয়ন মডেল তৈরী করা। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিরপেক্ষ এনভারমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট বাধ্যতামুলকসহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার সাথে সাথে স্বচ্ছতা জোরদার করা। শুধু নগর জলাবদ্ধতা নয় গ্রামাঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিয়েও পরিকল্পনা জরুরী।

৭. প্রধান সমুদ্র বন্দর এবং শিল্প বাণিজ্যে গুরুত্ব বিবেচনায় চট্টগ্রামের উন্নয়ন, নগরে বন্যা, জলাবদ্ধতা, পাহাড়ধস, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বাস্তবানুগ পথ খোঁজা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগে নিরসন কার্যক্রম জোরদার করা।

শোক র‍্যালীতে অংশগ্রহণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে ঢাকা ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদু ঘরের সামনে রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে এবং চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। ঢাকায় সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কর্মকর্তা আদিবা তারান্নুম, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার সালেহা বেগম, আফসানা আক্তার, চট্টগ্রামে ব্যবস্থাপক সিরাজুল ইসলাম, জুনিয়র কর্মকর্তা আবদুর রহমান, সুমন দেবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ১৪ আগস্ট ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে অনলাইন প্লাটফর্মে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। আলোচনা সভায় চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, নওগাঁ, চাপাঁইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন জোনের জোনাল প্রধান, এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ সংযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও ১৫আগস্ট চট্টগ্রামস্থ পশ্চিম মাদার বাড়িতে অবস্থিত ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল, হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়ন, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উদ্যোগে তিনটি স্থানে তিনটি আলোচনা সভা এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামসহ মোট পাঁচটি (০৫) আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ই আগস্ট ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। শিক্ষার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ ও জাতির পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকরে এক মিনিট নিরবতা পালন, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাবৃন্দ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ।

গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি'র আওতায় ১৪ আগস্ট চট্টগ্রামের পটিয়া কেলিশহর এলাকায় ও ২৬ আগস্ট নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নে গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ঘাসফুল এই দুটি স্থানে মোট ৬,০০০টি (ছয় হাজার) গাছের চারা বিতরণ করে।
২২ আগস্ট নওগাঁস্থ নিয়ামতপুর ইউনিয়নে অবস্থিত সাংশৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রূপ নারায়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সাংশৈল দারুল উলুম কারিমিয়া মাদ্রাসা কমপ্লেক্স এর শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিতরণকৃত গাছের চারা গুলোর মধ্যে রয়েছে মোট ২,০০০টি বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা। এছাড়াও ২৬ আগস্ট নওগাঁ জেলার মহাদেবপুরে স্থানীয় আদিবাসী নারীদের মাঝে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

১৫ আগস্ট ঢাকায় আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচি ও চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিক্ষা কার্যক্রমের শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। "শিশুদের চিত্রপটে আমার বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক এ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীগণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাদের কোমল হৃদয়ে গড়েতোলা প্রতিচ্ছবি রং তুলিতে তুলে ধরে।
প্রতিযোগীতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম সুপারভাইজর সালেহা বেগম, আফসানা আক্তার ও শিক্ষকবৃন্দ। চট্টগ্রামে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, মোহাম্মদ রিদওয়ানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাস্থ্য ও চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস'২৩ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল এর কর্ম-এলাকা চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষুসেবা এবং ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। ক্যাম্পগুলোতে মোট ৮১৬ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যা-শিশুর অধিকার প্রতিপাদ্যে পালিত হলো জাতীয় কন্যা-শিশু দিবস

ছেলে সন্তানের মতো কন্যাশিশু ও পরিবারের দায়িত্ব নিতে সক্ষম

বাংলাদেশে প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে জাতীয় কন্যা-শিশু দিবস পালিত হয়। সমাজে যাতে নারীরা ভেদাভেদ বা বৈষম্যের শিকার না হন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কন্যা-শিশু দিবস পালনের আদেশ জারি করে।

আদেশে বলা হয়, ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত শিশু অধিকার সপ্তাহের মধ্যে একটি দিন অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর কন্যা-শিশু দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয় 'বিনিয়োগে অগ্রাধিকার কন্যা-শিশুর অধিকার।'২০১২ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র সমূহে আর্ন্তজাতিক কন্যাশিশু দিবস পালিত হয় ১১ অক্টোবর। আমরা জানি করোনাকালে কন্যা-শিশুর ওপর বঞ্চনা বেড়ে যায়, যা বিভিন্ন সংবাদ, আলোচনা ও প্রতিবেদনে উঠে আসে। বহু কন্যাশিশু ঝরে পড়েছে পড়ালেখা থেকে, অভাব অনটনে ছিটকে পড়েছে পরিবার থেকে, শিকার হয়েছে বাল্যবিবাহের। মুলতঃ করোনাকালে পিছিয়ে পড়া, ছিটকে পড়া কন্যাশিশুদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের জন্যই দিবসটি পালনে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে বর্তমান সরকার। এই শিশুদের অন্তত ১৫ শতাংশ কন্যা-শিশু। জাতীয় কন্যা-শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন স্মার্ট বাংলাদেশে সফল নেতৃত্বের বিকাশে কন্যা-শিশুদের অধিকার রক্ষায় আরও বেশি সচেষ্ট হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আজকের কন্যা-শিশুর মধ্যেই সুপ্তভাবে বিরাজ করছে আগামী দিনের আদর্শ মা। কন্যা-শিশুদের জন্য বিনিয়োগ হবে যথার্থ বিনিয়োগ। কারণ আজকের কন্যা-শিশুই আগামী দিনে গড়ে তুলতে পারবে একটি শিক্ষিত পরিবার ও বিশ্ব-সভায় নেতৃত্ব দানে পারদর্শী সুযোগ্য সন্তান। দিবসটি উপলক্ষে এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কন্যা-শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকার লক্ষ্যে উন্নতবিশ্বের সুদক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি আরো বলেন, কন্যা-শিশুদের বিকশিত হওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে এবং তথ্য প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাহলে তারা যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠবে এবং আগামীর উন্নত সমৃদ্ধ 'স্মার্ট' বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

পৃথিবীর দেশে দেশে বাড়ছে নারী ও কন্যা-শিশুদের প্রতি সহিংসতা ও নৃশংসতা। আমাদেরদেশে শিশুদের মধ্যে ৪৮ শতাংশই কন্যা-শিশু। এ বৃহৎ অংশের শিশুকে পিছনে রেখে যথার্থ উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। একজন কন্যাশিশু শুধুমাত্র কন্যা-জায়া-জননী হওয়ার জন্য জন্ম নেয় না। দেশের জনশক্তির তারাও একটি অনিবার্য অংশ। দেশের উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ যেমন জরুরী তেমনি তাদেও স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করার পরিবেশ সৃস্টি করাও অত্যন্ত জরুরী। তাদের জন্য এমন পরিবেশসৃস্টি করতে হবে যাতে তারাপরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষমতায়নেঅধিষ্টিত হয়। এজন্যই প্রয়োজন কন্যা-শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ বেড়ে ওঠার সব অনুকূল পরিবেশ তৈরীতে বিশেষ বিনিয়োগ।

কন্যাশিশুদের নিয়ে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর কাজ হচ্ছে। যেমন একসময় আমাদের দেশে কোনো পরিবারে কন্যা সন্তান হলে খুশি না হওয়ার একটা ব্যাপার ছিল সেটা আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। আগের মতো এখন আর সেই আক্রোশগুলো নেই, যেটা আগে কন্যা সন্তান হলে দেখা যেতো। তবুও দেখা যাচ্ছে একটা কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ার পর বাবা মা যতটা খুশি হয়, শিশুটি বড় হওয়ার সাথে সাথে তারা শংকিত হয়ে উঠে। এখনো একজন কন্যাশিশুকে যথার্থভাবে মানুষ করতে বহু সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকুলতার মুখোমুখি হতে হয়। সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও ভবিষ্যত চাকুরীপ্রাপ্তি বিভিন্ন সুবিধা তৈরী হওয়ায় এখন অনেক দরিদ্র পরিবারেও মেয়েদের পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে কন্যাশিশুদের নিরাপদ চলাচল ও অনুকুল কর্ম-পরিবেশ তৈরীতে এখনো আমরা পিছিয়ে। সরকার নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তারপরেও শিশুকন্যারা নিরাপদে নেই। এজন্য আরো ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরীর পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরগুলোকে আরো বেশী দক্ষ ও ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। কন্যাশিশুর অধিকার ও নিরাপত্তার জন্য অভিভাবক ও পরিবারের পাশাপাশি রাষ্ট্রে ও সমাজকে আরো বেশী সচেতন, আন্তরিক ও কার্যকর হতে হবে।

শুধু কাগজে কলমে, সভা-সেমিনারে, পোস্টার-ফেস্টুনে আইন, বিধি-নিষেধ তৈরী করলে কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ সমাজ, শিক্ষা, অনুকুল কর্ম-সংস্থান নিশ্চিত করা যাবে না। এসব উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। কন্যাশিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে পরিবার থেকে শুরু করে রাস্ট্র পর্যন্ত। অন্যথায় কন্যাশিশুদের জন্য নেয়া যাবতীয় উদ্যোগ যারা বাস্তবায়ন করবে তাদের হাতেই প্রথম বাধাগ্রস্থ হয়ে উঠবে। এরকম বহু ঘটনা এবং ঘটনাত্তোর সমাধান প্রক্রিয়াতে এধরণের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সাধারনত অনেক পরিবারে মনে করা হয় একটি কন্যাশিশু তার বাবা-মায়ের বৃদ্ধ বয়সে দায়িত্ব নিতে পারে না। ফলে দেখা যায় বাবা-মায়েরা কন্যাশিশুর সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তেমন বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠে না। বিনিয়োগের অভাবেও অনেক সচ্ছল পরিবারে দেখা যায় তাদের কন্যাশিশুটি বেশীদুর পড়ালেখা করতে পারেনি। সমাজে স্বনির্ভর ও প্রতিষ্ঠিত হতে কন্যাশিশুটির চাকুরী কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য খোঁজারসময় তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের নিরাপত্তাহীনতা যেমন দায়ী তেমনি অভিভাবক ও পরিবারের অসচেতনতা কিংবা নেতিবাচক দৃষ্টিভ-ঙ্গিও দায়ী। যদি কোনভাবে কিংবা কোন উপায়ে পরিবারে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে, একজন ছেলে সন্তানের মতো একজন কন্যাশিশুও বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিতে সক্ষম, তাহলে কন্যাশিশুদের প্রতি পরিবারের আস্থা তৈরীর পাশাপাশি পারিবারিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং, আমাদের কন্যাশিশুদের প্রতি অভিভাবক,পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণা পাল্টিয়ে আরো বেশী মনোযোগী ও উদ্যোগী হতে হবে। তাদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্টায় আরো বেশী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আমাদের এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে সবাই বিশ্বাস করতে পারবে যে, ছেলে সন্তানের মতো কন্যাশিশুরাও পরিবারের দায়িত্ব নিতে সক্ষম।

সামাজিক অবক্ষয় ও নতুন মূল্যবোধের অনুশীলন

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

জৈবিক এবং মানবিক প্রয়োজনেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে। 'মনের দিক দিয়ে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণশীল ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিই গড়ে তোলে একটি সমাজ'। মানুষের অগ্রগতি তথা সভ্যতার পূর্বশর্ত হচ্ছে এই সংঘবদ্ধ সমাজ জীবন এরিষ্টটল বলেছেন, "যে ব্যক্তি সমাজে বাস করেনা সে হয় পশু না হয় দেবতা"। সমাজ সর্বত্র এবং সর্বজন ব্যাপৃত। কেউই সমাজের বাইরে নয়, যাদেরকে আমরাউবারধহঃ বলে থাকি তারাও সমাজের কারণেই সৃষ্ট এবং সমাজেরই অংশ বিশেষ। পারস্পরিক সহযোগিতাই হচ্ছে সমাজের ভিত্তি।

প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব কাঠামো, সংগঠন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, রীতি- নীতি, কার্যকমে, পরিবর্তন ও সমস্যাদি রয়েছে। সমাজের অস্তিত্ব, সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিধি নিষেধ চালু রয়েছে। বস্তুতঃ সমাজ আজো এই সামাজিক বিধি নিষেধ বা অনুশাসনের দ্বারাই প্রধানতঃ প্রশাসিত হয়। এই সমস্ত বিধিনিষেধ লিখিত ও অলিখিত এবং যাবতীয় লোকাচারের মধ্যে বিধৃত। এগুলি সমাজস্থিত মানুষ ও তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকেই গড়ে উঠে। ব্যক্তি, উপদল দল তথা সমষ্টির কল্যাণে এই যে লক্ষ্যসমূহ নানান প্রথা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিহিত থেকে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে এগুলিই হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। 'ব্যক্তির মধ্যে সমষ্টির মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে সামাজিকরণ বলে'। একান্ত শৈশবকাল হতেই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবন যাপন চলতে থাকে। যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হতে থাকে ততই সে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষেত্র ও প্রতিষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণ এবং নতুন নতুন মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে থাকে। এটা প্রত্যাশিত যে, প্রত্যেক মানুষই নিজ এবং সমাজের অন্য মানুষের স্বার্থে এই সমস্ত মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান মেনে চলবে। যেহেতু কাঠামোগত দিক থেকে কোন সমাজই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় তাই সমাজের দুর্বলতার কারনেই কোন সময়েই সমাজস্থিত সবমানুষ এসমস্ত বিধি নিষেধ সবসময় মেনে চলেনা। তবে সংখ্যাগরিষ্ট জনসমাজ যাতে প্রচলিত রীতি-নীতি, মূল্যবোধ মেনে চলে সে ব্যাপারেই সমাজ সদা সচেষ্ট ও জগ্রত ।

এ উদ্দেশ্যেই প্রচলিত রয়েছে Social Control বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বা সমাজবদ্ধ জীবনে অপরিহার্য। অতি আদিম সমাজ স্বাভাবিক বা সহজাত সামাজিক নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে : পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয়-আইন, ধর্মীয় বিধি নিষেধ এসব। অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে : আদব-কায়দা, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-কলা, সামাজিক নীতিমালা যা মূলতঃ শিক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে বর্তমানে মানুষের জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃতির ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরো জটিল ও দুরূহ হয়ে উঠেছে।

বিধি নিষেধের অর্গলভাঙ্গা মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। তাই প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায় একটা বিশেষ শ্রেণী থাকে যারা হয়প্রচলিত রীতি-নীতি, মূল্যবোধকে উপেক্ষা করছে, নয়ত বা প্রচলিত ব্যবস্থা মেনে চলতে উৎসাহ প্রকাশ না করে নতুন রীতিনীতি মূল্যবোধ প্রচলনের জন্য অধিক সক্রিয়। প্রায় সেই কম পরিস্থিতিকে সামাজিক অবক্ষয়জনিত সমস্যা বলে বর্ণনা করা হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর হয় সমাজ এ সমস্যা মোটামুটিভাবে কেটে উঠে নতুবা আরো অধিক পরিমাণে সে সমস্যায় জর্জরিত হয়। যে কোন গতিশীল সমাজের মৌলিক চরিত্র হচ্ছে নতুন রীতি-নীতি মূল্যবোধ প্রচলনের জন্য অধিক সক্রিয় হওয়া। সামাজিক অবক্ষয়কে আমরা পুরোপুরিভাবে সমস্যা বলতে পারিন। অধিকন্তু বলা যায় এটা সমাজ বিবর্তনের একটা বিশেষ স্তর। সাধারণতঃ কোন দেশ বা সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোগত বা গুণগত

পরিবর্তন, অশিক্ষা, বিদেশী ভাবধারার অনুপ্রবেশ, সনাতনপন্থী মানসিকতা, কুসংস্কার এবং জনসংযোগ মাধ্যমের কারণেই এসমস্যার সৃষ্টি হয়। পুরাতন বা প্রচলিত রীতি-নীতি মূল্যবোধের সহিত নতুন রীতিনীতি মূল্যবোধের প্রায়ই দ্বন্দ্ব হয় এবং সে কারণেই সামাজিক স্থিতিস্বীলতার অভাব ঘটে। যুব সমাজই যে কোন সামাজিক পরিবর্তনের মূল ধারকবাহক। তারাই নিত্য নতুন ভাব ধারার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তা নিজেদের মধ্যে প্রচলনের জন্য অত্যধিক সক্রিয় হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে প্রথম পর্যায়ে উচ্ছৃঙ্খলতা, ছিনতাই, শিক্ষাঙ্গণে দুর্নীতি, প্রচলিত আইনের প্রতি অনীহা প্রদর্শন, শিক্ষক মুরব্বীদের প্রতি অশালীন অশোভন ব্যবহার, ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ইত্যাদি অবাঞ্চিত অনুশীলনে ছাত্র যুব সমাজ সক্রিয় ছিল এবং দিন দিন তা বেড়ে গিয়ে সমাজে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সে পরিস্থিতি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। বর্তমানে আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, মূল্যবোধ সবখানেই নতুনত্বের সুর লক্ষিত হচ্ছে। এই নতুনের সাথে পুরাতনের একটা যোগসূত্র আছে। বলা যেতে পারে পুরাতন রীতিনীতি মূল্যবোধই যুগোপযোগী ও পরিমার্জিত হয়ে সমাজে নতুন রূপে উপস্থাপিত হচ্ছে। পুরাতন যাবে, নতুন আসবে। বিবেকবান ও যুক্তিবাদী মানব সমাজ আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে অজানাকে জানবে, অচেনাকে চেনবে - এটাই হচ্ছে সমাজ বিবর্তনের ধারা।

নওগাঁয় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং
কর্মমুখী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সভা

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে গত ০৪ সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলার নিয়াম-তপুর ইউনিয়নে সাংশৈল আদিবাসী স্কুল এন্ড কলেজের হল রুমে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল আদিবাসী শিক্ষার্থীর সংবর্ধনা ও আদিবাসী ছেলে মেয়েদের কর্মমুখী শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ০৮জন আদিবাসী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। গাংশৈল আদিবাসী স্কুল এন্ড কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারি কমিশনার (ভুমি) লিজা আক্তার বিথি, টিভিই-টি-ইউসেপ এর প্রধান সুমন মোল্লা, নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান নাদিরা বেগম, নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নঈম, সাংশৈল আদিবাসী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জীবন আহম্মেদ, আদিবাসী ফোরামের প্রাক্তন সভাপতি মনিকা কিসকু, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারি পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট ঘাসফুল কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঘাসফুল সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র সহকারি পরিচালক কে. এম. জি. রব্বানী বসুনিয়া।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোনের ম্যাধ্যমে তাদের পড়ালেখার বিভিন্ন বিষয় জানতে পারে, তাই মোবাইল ফোনের সঠিক ব্যবহার করাসহ পড়ালেখার প্রতি বেশী জোর দিতে হবে এবং ঘাসফুল আজকে যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তা শিক্ষার্থীদের আরও অনুপ্রেরণা যোগাবে। বক্তারা ঘাসফুল কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারা আরো বলেন, পিছিয়ে পড়া আদিবাসী'ও সন্তানদের কারিগরী শিক্ষা বা যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সংযুক্ত করতে পারলে এসডিজি অর্জনে সহায়ক হবে। আদিবাসী শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানে তারা ঘাসফুল ও ইউসেপ এর প্রতি আহ্বান জানান।

ঘাসফুল চেয়ারম্যান-এর ঢাকা অফিস পরিদর্শন

ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী গত ৫ আগস্ট ঢাকাস্থ ঘাসফুল অফিস পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংস্থার আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা-সংকট এবং বাস্তবতার নিরিখে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। সভায় এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুলের নতুন কর্মসূচি “Let’s read” Apps ডিজিটাল লাইব্রেরীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়ক সৃজনশীল ই-পাঠ্যক্রমের সাথে যুক্ত করার বিষয়ে শিক্ষকদের করণীয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অবহিত করেন-কর্মসূচি সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম ও কর্মকর্তা আদিবা তারান্নুম। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু , সহকারী পরিচালক রব্বানি বসুনিয়া, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ছালেহা বেগম ও আফসানা আকতারসহ ঘাসফুল উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ।

পিকেএসএফ আয়োজিত Executive Leadership Training -এ অংশগ্রহণকারীদের
মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

গত ০৩ আগস্ট পিকেএসএফ আয়োজিত Executive Leadership Training-এ বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ মহোদয়ের সাথে এক মতবিনিময় সভা ঢাকাস্থ পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় ঘাসফুল এর সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান অংশগ্রহণ করেন। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে তিনি এ ধরণের সুন্দর আয়োজনের জন্য ঘাসফুল'র পক্ষ থেকে পিকেএসএফকে ধন্যবাদ জানান এবং তার মতামত ব্যক্ত করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএ-সএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। উল্লেখ্য পিকেএসএফ এর ৭৫টি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণ এ প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম মহানগর ও হাটহাজারীতে গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপন

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের আহবান; "২০২৩ সালে জেলায় ২৩ লক্ষ বৃক্ষরোপন" কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি'র আওতায়, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ'র সহায়তায় গত ১২ জুলাই চট্টগ্রাম বন্দর থানাধীন মধ্যম হালিশহর তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে সংস্থার বৃক্ষরোপন ও চারা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটহুছাইন মুহাম্মাদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) এর অধ্যক্ষ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি, ঘাসফুল'র সহকারি পরিচালক শামসুল হক, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক সিরাজুল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক সরফরাজ চৌধুরীসহ মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ এর সহায়তায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম মহানগরী ও হাটহাজারী উপজেলার মোট ৩৯টি শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে পাঁচ হাজার ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পরিচালনা করে। গাছের চারা রোপণ ও বিতরণকারী সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো হলো; পতেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, পতেঙ্গা ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা এতিমখানা ও হেফজখানা, পতেঙ্গা আদর্শ বালক-বালিকা মাদ্রাসা, মধ্যম হালিশহর বেগমজান উচ্চ বিদ্যালয়, তৈয়বিয়া ইসলামিয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসা, জরিনা মফজল সিটি কর্পো. ডিগ্রি কলেজ, মেহের আফজল উচ্চ বিদ্যালয়, হালিশহর আনন্দিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাইল্ড কেয়ার স্কুল এন্ড কলেজ, ম্যাকপাই স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তর কাট্টলী উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ কাট্টলী উচ্চ বিদ্যালয়, পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমাণ স্কুল, আগ্রাবাদ খাজা আজমেরী উচ্চ বিদ্যালয়, পাঠানটুলী উচ্চ বিদ্যালয়, হাটহাজারী উত্তর মেখল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, জান আলী চৌধুরী বাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হামিদিয়া নাজিরিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, দয়াময়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফকিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ মেখল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়, পেশকার বাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রী শ্রী পুন্ডরীক ধাম, শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির, শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ছাদেক নগর একাদশ সংঘ, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) স্মৃতি সংসদ, সাকের আলী জামে মসজিদ, আলীরাজার বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব গুমানমর্দ্দন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালুখালী সমাজ কল্যান পরিষদ, নাঙ্গলমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়, গুমানমর্দ্দন বৌদ্দ বিনোদন সংঘ, গুমানমর্দ্দন শান্তি বিহার, গুমানমর্দ্দন নালন্দ বিহার, বায়তুর রহমত মসজিদ, আল্লামা ছৈয়দ মঈজুদ্দিন এতিমখানা। চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ঘাসফুল এর সমৃদ্ধি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, রিদোয়ান, ঘাসফুল কর্মী রাজীব দে, সংশ্লিষ্ট শাখা/প্রকল্প কর্মকর্তাগণ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুল দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে চট্টগ্রাম মহানগর ও বিভিন্ন উপজেলায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক লুৎফর রহমান

গত ০১ আগস্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা ও সমাজসেবক মরহুম লুৎফুর রহমানের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে মরহুম লুৎফর রহমানের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাসফুল উন্নয়নযাত্রা শুরু করে। মরহুমের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘাসফুল পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এ উপলক্ষে ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম ও নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে দুস্থ ও এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে খাদ্য বিতরণ এবং খতমে কোরআন ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। এ সময় সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান

পিকেএসএফ ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় ১৩জন, ছাগলনাইয়া উপজেলায় ২জন, নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় ৫জন, ফেনী সদর, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলায় ১জন করে মোট ২৪জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে জনপ্রতি বার হাজার টাকা হারে মোট দুইলক্ষ আটাশি হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের মাঝে চেকগুলো হস্তান্তর করেন হাটহাজারী উপজেলার ইউএনও মোঃ শাহিদুল আলম, ছাগলনাইয়া উপজেলার ইউএনও মৌমিতা দাশ, নিয়ামতপুর উপজেলার ইউএনও মোঃ ইমতিয়াজ মোরশেদ, ফেনী সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) লিখন বণিক, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার ইউএনও শুভাশিষ ঘোষ, পত্নীতলা উপজেলার ইউএনও মোসাঃ রুমানা আফরোজ ও মহাদেবপুর উপজেলার ইউএন মোহাম্মদ আবু হাসান। এসময় আরো সময় উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, কুমিল্লার সহকারী (ভূমি) কর্মকর্তা আব্দুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোছাম্মদ শামীমা শারমীন, নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদ আহম্মেদ, নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ শহিদুল আলম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আব্দুস সালাম। পত্নীতলা উপজেলার ভূমি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আজিজুল হকসহ সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

নিয়ামতপুরে চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহাযোগিতায় গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালের সহায়তায় স্থানীয় নিয়ামতপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বিশেষ চক্ষুক্যাম্প ও ফ্রি ছানী অপরেশনের সম্পন্ন হয়। ক্যাম্পে মোট ২৬৩ জন রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে এবং ৪০ জন রোগীকে চোখের ছানী অপারেশন করানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়াম-তপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈম ও নিয়ামতপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোঃ তৈয়বুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ কহিনুর ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম

শিক্ষাকর্মসূচির শিক্ষার্থীদের মাঝে চারাগাছ বিতরণ

১৯ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রামে হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের ৪০টি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ১২০০ জন শিক্ষার্থী, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ৩৫টি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ৯০৫ জন শিক্ষার্থী ও ৩১ আগস্ট নওগাঁর নিয়ামতপুর ইউনিয়নের ২০টি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ৫৪০ জন শিক্ষার্থী ২টি করে মোট ৯৫টি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ২৬৪৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৫২৯০টি চারা গাছ বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের বসত বাড়িতে নিজেরাই এসব গাছের চারা লাগিয়ে দেয়। যারফলেএসব গ্রামীণ ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের প্রতি, পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা সম্পন্ন

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা গত ১৯ সেপ্টেম্বর মেখল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফের সঞ্চালনায় প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি আবুল কালাম মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সদস্য মোঃ মাহবুবুর রহমান, কাজী মোঃ মাহবুব আলম, মোঃ আবু মুছা, সুজিত চৌধুরী, মোঃ ইয়াকুব আলী, মোঃ দানা মিয়া. মোঃ বখতেয়ার উদ্দিন, মোঃ শাহ আলম, মোঃ মুছা প্রমুখ।

বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৩৬জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ২০৪০০০/- (দুই লক্ষ চার হাজার) টাকা বয়স্কভাতা ও ৪জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৪৭জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রামের উন্নয়ন : নগরে বন্যা, জলাবদ্ধতা ও ভূমিধ্বস... শেষ পৃষ্ঠার পর

উপস্থাপিত প্রবন্ধে তিনি চট্টগ্রামের এ বিপর্যয়কর পরিস্থিতির জন্য অব্যবস্থাপনা, সমন্বয়হীনতা, অদক্ষতা এবং দুর্নীতিকে দায়ী বলে মনে করেন। উপস্থাপনার উপর বক্তব্য প্রদান করেন বুয়েট এর সহযোগী অধ্যাপক ড. আহমেদ ইশতিয়াক আমিন চৌধুরী, ড. শাম্মী হক এবং প্রভাষক ফারিহা ইসলাম মৌ। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন সাংবাদিক কামরুল হাসান বাদল, বুয়েটের শিক্ষার্থী শরিফুল আলম, এইচ এম শাহরিয়ার, ফয়সাল মাহমুদ সাকিব, তাজরিন জামান। বুয়েট এর পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এর গবেষক দলের প্রধান ড. সোনিয়া বিনতে মোর্শেদ বলেন- হিউম্যানেটারিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম কোর্সের আওতায় আমরা মাঠ পর্যায়ে সরজেমিনে পর্যবেক্ষণ করে সমস্যার কারণ ও ব্যাপকতা এবং সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবো। সে লক্ষ্যেই চট্টগ্রাম শহর এলাকা, সাতকানিয়া, বান্দরবান এলাকার আর্থসামাজিক ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নের চেষ্টা করবো। এতদ উদ্দেশ্যে আমাদের চট্টগ্রামে উপস্থিতি।

সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন- চট্টগ্রাম ডুবছে, চট্টগ্রামবাসি ভুগছে, পরিত্রাণে দরকার বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বাস্তবানুগ পথ খোঁজা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বতি উদ্যোগে নিরসন কার্যক্রম জোরদার করা। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এ ক্ষেত্রে বুয়েটের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এর গবেষক দলের সরজমিনে পর্যবেক্ষণ মূলক এ গবেষণা সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিন মাসে নওগাঁর সাপাহার শাখায় 'বাগান বিলাশ পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, জবাইবিল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, নির্মোইল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, হরিপুর সূর্যমুখী পরিবেশ ক্লাবের ৩টি, এবং নিয়ামতপুর শাখায় 'খামার বাড়ি পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি, 'শাপলা পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি করে মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে ৩১২জন আমচাষী অংশগ্রহণ করে। সভাগুলোতে আমবাগান পরিচর্যার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈবসার ও জৈব কীটনাশকের ব্যবহার, ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পিপিই (মাস্ক, গ্লাবস, এপ্রোন, গামবুট) ইত্যাদি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়। সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ ক্লাবের সভাপতি মহোদয়গন যথাক্রমে মোঃ বকুল হোসেন, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল মান্নান, শাহজাহান আলী, মোঃ মাসুদ রানা ও শরিফুল ইসলাম তরফদার। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

লিড উদ্যোক্তাদের মাঝে মাসকালাই বীজ বিতরণ

গত তিন মাসে সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলার ২০ জন লিড উদ্যোক্তাদের মাঝে ৭ টন ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার ও ১৪০ কেজি মাসকালাই এর বীজ বিতরণ করা হয়। বীজ বিরতণ কালে উদ্যোক্তাদের আম বাগানে হার্বিসাইট ব্যবহার কমিয়ে সাথী ফসল হিসেবে মাসকালাই আবাদ, জৈব সার উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার এর উপকারিতা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বীজ বিরতণ অনুষ্ঠানে প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।

উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএস এর এসইপি প্রকল্প পরিদর্শন

গত ২২ জুলাই উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএস এসইপি প্রকল্পের উপ-প্রকল্প "পরিবেশ সম্মত উপায়ে নিরাপদ কলাচাষ" এর উদ্যোগে ২২ সদ্যস্যের একটি পরিদর্শন দল 'অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর'র উদ্দেশ্যে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন এসইপি প্রকল্প পরিদর্শনে আসেন। প্রতিনিধি দল ভার্মি ও ট্রাইকোপ্লান্ট এবং বায়ো-পেস্টিসাইডপ্লান্টসর জমিনে ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল দেশি বিদেশী ফলের চারা সম্প্রসারণ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার; ফ্রুন্টসব্যাগিং, ফেরোমনফাঁদ, ইয়োলোফাঁদ, মিনি উইডার ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য আম ও কলা উৎপাদনে নিজেদের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্পট মিটিং সম্পন্ন

গত তিন মাসে সাপাহার ও নিয়ামতপুরে ৬টি স্পট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। স্পট মিটিংগুলোতে ৫৩ জন আমচাষী ও আমের সাথে জড়িত অন্যান্য পেশাজীবীগণ অংশগ্রহণ করে। মিটিং গুলোতে উদ্যোক্তাদের বাগানে করণীয় বিষয়াবলী যেমন; নিরাপদ পদ্ধতিতে আম সংগ্রহ ও পরিবহণ, আম সংগ্রহের পর প্রুনিং, পর্যাপ্ত জৈব সারের ব্যবহার, ড্রেন ও নালার উন্নয়ন, শ্রমিকের জন্য সুপেয় খাবার পানি ও বিশ্রামের স্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি আমের সাথে জড়িত অন্যান্য পেশাজীবী যেমন; আমজাতপণ্য উৎপাদনকারী, নিরাপদ আম বিক্রয় কেন্দ্র, ইনপুট সাপ্লায়ার, নার্সারী ও জৈবসার উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের মার্কেটিং কৌশল ও ব্রান্ডিং বিষয়ে অবগত করা হয়। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের।

ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিনমাসে ০৫টি ইস্যুভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেকওয়ার্ড - ফরোয়ার্ড মার্কেট লিংকেজ এবং উন্নয়নে সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য, খামারী, এলএসপিদের (লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার) কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতে ১০০জন উপকারভোগী সদস্য ও এলএসপি অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প ফোকাল পার্সন কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, প্রকল্প ব্যবস্থাপক নারায়ন চন্দ্র রায় ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ২০টি, মান্দা উপজেলায় ২২টি, বদলগাছিতে ১৯টি, মহাদেবপুরে ৩২টি এবং পত্নীতলায় ১১টি মোট ১০৪টি টিকাদান ও কৃমিমুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পেইনে প্রায় ৯৮,৮০০ মুরগীকে টিকা প্রদান করা হয়।

হাঁস ও মুরগী পালনকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত তিনমাসে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্পের উদ্যোগে হাঁস ও মুরগীর পালনকারীদের নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় নওগাঁ সদরে ৮টি, মান্দা উপজেলায় ১৫টি, বদল গাছিতে ২টি, মহাদেবপুরে ১৫টি ও পত্নীতলায় ১০টি মোট ৫০টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মোট ১৭০০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) গণ।

জৈবসার কারখানার উন্নয়ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র উদ্যোগে প্রাণীর বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় ০১টি জৈবসার কারখানার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও সহযোগীতা করা হয়।

এগ শপ উন্নয়ন

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার ২টি উপজেলায় মান্দা ১টি ও মহাদেবপুরে ২টি করে মোট ৩টি এগ শপ উন্নয়ন করা হয়েছে। এগ শপ গুলোর মালিকদের সাথে ডিম উৎপাদনকারী খামারীদের মৌখিক, ক্ষেত্র বিশেষে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করার বিষয়ে সহযোগীতা প্রদান করা হয় হয়েছে। খামারীরা এখন তাদের উৎপাদিত ডিম ন্যায্য দামে নিকটস্থ দোকানে বিক্রয় করতে পারছে। এতে করে খামারীরা এখন শুধু মাংসের জন্য মুরগী নয় বরং ডিমের জন্য মুরগী পালনেও আগ্রহী হচ্ছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নারায়ন চন্দ্র রায়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ডিএলএস, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা সম্পন্ন

গত ২০ সেপ্টেম্বর "নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় আরএমটিপি প্রকল্পের ডিএলএস, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মহির উদ্দিন, সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, বদলগাছি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নাজমুল হক, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক(এমএফ এন্ড এফআই) সাইদুর রহমান খান, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন সদস্য, মার্কেট এক্টরসহ প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

নওগাঁর জেলা প্রাণিসম্পদ কমকর্তা'র

ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ ও টিকাদান কার্যক্রম এবং হালাল পোল্ট্রি চেইনশপ পরিদর্শন

গত ১৯ সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ মহির উদ্দিন ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্পের এলএসপি'দের প্রশিক্ষণ ও হাঁসমুরগী'র টিকাদান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি এলএসপিদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। একইদিন তিনি প্রকল্পের হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইনসপ 'ভাই ভাই পোল্ট্রি শপ' পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। "ভাই ভাই চেইনসপ'টি কেএকটি মডেল হিসেবে দেখানোর জন্য সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কমকর্তাকে অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁসদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক নারায়ন চন্দ্র রায়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

পোলট্রি খামারের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁ সদর উপজেলার হাপানিয়া ইউনিয়নের দশপাইক গ্রামে গত ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকল্পের উদ্যোগে পোলট্রি খামারের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ মহির উদ্দিন। এসময় স্থানীয় খামারীদের পোলট্রি খামারের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, কৌশল ও পরামর্শ প্রদান করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক নারায়ন চন্দ্র রায়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

নারায়ন চন্দ্র রায়
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আরএমটিপি।

ডিম ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম'র সাফল্য

মোঃ মোয়াজ্জেম, পিতা- মোঃ মুনির উদ্দিন, নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার মধ্য মৈনম গ্রামের অধিবাসী। পেশায় একজন ডিম বিক্রেতা। তিনি স্বল্প পরিসরে স্থানীয় বাজারে ডিম বিক্রয় করতেন। তার মাসিক আয় ছিল ৮,০০০ -১০,০০০ হাজার টাকা। পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইফাদ'র অর্থায়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্প'র এগ শপ উন্নয়ন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পর তিনি প্রকল্পের এগ শপ উন্নয়ন সুবিধা গ্রহণ করে তার এগ শপ এর উন্নয়নের জন্য দশ হাজার টাকা অনুদান গ্রহণ করেন। ঐ টাকা দিয়ে তিনি দোকানের পরিবেশ উন্নয়ন ও ডিমের কেস ক্রয় করেন। আরএমটিপি প্রকল্প'র কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহযোগীতায় প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসরণ করে তিনি ডিম বিক্রয় শুরু করেন।এখন তার শপের ডিম বিক্রয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তার মাসিক আয় প্রায় ২৫,০০০-৩০,০০০ হাজার টাকা। হাঁস-মুরগির ডিম সংগ্রহকারীরা বিভিন্ন গ্রাম/খামার থেকে হাঁস-মুরগির ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তার এগ শপে বিক্রয় করে এবং নিজেরা ক্রয় করে নিয়ে যাই।

বর্তমানে মোয়াজ্জেম স্থানীয়ভাবে এবং জেলা শহরে ডিম বিক্রয় করে। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো তার এগ শপের ডিম নিজ জেলার পাশাপাশি বাহিরের জেলা গুলোতেও বিক্রয় করা। সেজন্য সে একটি ডিম ডেলিভারিগাড়ি/অটো ক্রয় করতে চান।

মোয়াজ্জেম আশা প্রকাশ করেন ঘাসফুল'র এর সহযোগীতায় এলাকার আরো তরুণরা এগ শপ ব্যবসায় এগিয়ে আসবে। ঘাসফুলের এই উদ্যোগে আমাদের খুব উপকার হবে। আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ঘাসফুল এগিয়ে আসায় ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মোয়াজ্জেম।

ঘাসফুলের কাছ থেকে অনুদান পেয়ে ব্যবসায়ে সে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করে পরিবার ও সামাজিকভাবে উন্নতি সাধন করেছে। ঘাসফুল তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে।

পরিবেশ সম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণে ঋণ প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন Bangladesh Rural WASH for Human Capital Development প্রকল্পের আওতায় গত ২৪ আগস্ট মেখল শাখার উপকারভোগী সদস্য রেনু আক্তারকে পরিবেশসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নাজিম উদ্দিনসহ মেখল শাখার ব্যবস্থাপক ও হিসাব রক্ষক প্রমুখ।

স্টাফ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল এর আয়োজনে পিকেএসএফ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) এর সহযোগিতায়ই angladesh Rural WASH for Human Capital Development প্রকল্পের উদ্যোগে স্টাফ ওরিয়েন্টেশন স্থানীয় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়স্থ কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক মুকুল মালাকার, টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ হোসেন, ঘাসফুল এর সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নাজিম উদ্দিন প্রমুখ। দিনব্যাপী ওরিয়েন্টশনে প্রশিক্ষাণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন হাটহাজারী উপজেলায় কর্মরত দশটি সহযোগী সংস্থার চল্লিশ জন কর্মকর্তা।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯০%। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়।

দুই দিনব্যাপী ট্রেড ওর্নাস-এমসিপিদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সমাজে সুবিধা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউনিসেফ-ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল চট্টগ্রামের আরবান ও আনোয়ারা উপজেলায় Partnership Reinforcement for integrated Skills Enhancement (PRISE) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় গত ২৬-২৭ জুলাই প্রথম ব্যাচ ও ০৭-০৮ আগস্ট দ্বিতীয় ব্যাচের দুই দিনব্যাপি মোট চারদিন চট্টগ্রাম কাজির দেউরীস্থ ব্র্যাকলার্নিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাসহ প্রথম ব্যাচে ২৫ জন ও দ্বিতীয় ব্যাচে ৪৭জন মোট ৭২জন বিভিন্ন ট্রেড ওনার্স অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণগুলোতে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ চট্টগ্রাম ফিল্ড অফিসের এডুকেশন অফিসার আফরোজা ইয়াছমিন ও প্ল্যানিং এন্ড মনিটরিং অফিসার গাজী উল হাসান মাহমুদ, ব্র্যাকের ডিএম তনুজ হালদার, সুদিপ্ত কুমার বিশ্বাস, ব্র্যাক চট্টগ্রাম জেলার সমন্বয়কারী এনামুল হাসান, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান ও কর্মসূচি সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক স্কীল ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক উৎপল কুমার বিশ্বাস ও মলয় কুমার সাহা। প্রশিক্ষণে সমন্বয়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম অফিসার কিশোয়ার নাজ সুজানা, নিবেদিতা পাল, মিশু আকতার ও মিছবাহ উদ্দিন।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ওরিয়েন্টশন সভা অনুষ্ঠিত

২৭ আগস্ট প্রকল্পের কর্ম-এলাকা কর্নেলহাট পাহাড়তলী এলাকার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে প্রকল্পবিষয়ক ওরিয়েন্টশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৯নং পাহাড়তলী ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আলহাজ্ব মোঃ জহুরুল আলম জসিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিরোজ শাহ সমাজ কল্যাণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুল নিশান, ব্র্যাকের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার তনুজ হালদার, ঘাসফুল'র প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম ও প্রোগ্রাম অফিসার কিশোয়ার নাজ সুজানা, মো নাজিম উদ্দিন। প্রশিক্ষণে প্রায় ৫০জন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন।

আনোয়ারা উপজেলায় লার্নার সফট-স্কিলস ট্রেনিং সম্পন্ন

১৩ সেপ্টেম্বর প্রকল্পের উদ্যোগে সংস্থার আনোয়ারা শাখায় দিনব্যাপী লার্নারসফট-স্কিলস ট্রেনিং (Learner soft skills Training) সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণে আনোয়ারা উপজেলার ২৫জন উপকারভোগী নারী সদস্য লার্নার প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক'র জেলা ব্যবস্থাপক তনুজ হালদার, ঘাসফুলের প্রশিক্ষক নুসরাত সুলতানা। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক সিরাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

লিড টিম সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল Let's Read Digital Library-এর মাধ্যমে শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে The Asia Foundation-এর সহযোগীতায় "এসোপড়ি! এসোজানি!-Let's Read! Let's Learn!" প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। গত ০৩ আগস্ট ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রজেক্ট'র লিডটিম সদস্যদের নিয়ে এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে এম জি বসুনিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচি সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম ও কর্মকর্তা আদিবা তারান্নুমসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

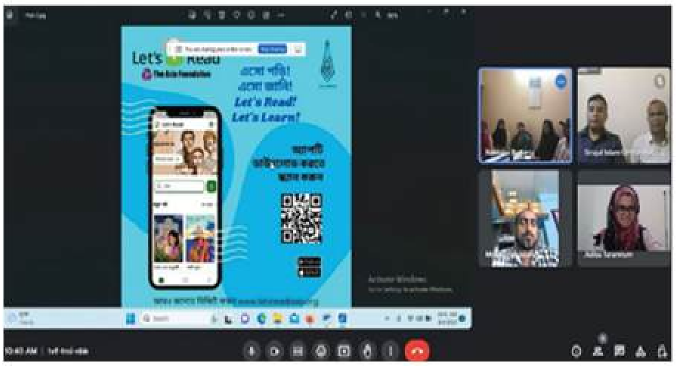

ভলেন্টিয়ারদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

গত ৬-৮ আগস্ট "এসোপড়ি! এসোজানি-Let's Read! Let's Learn!" প্রকল্পের ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক (চট্টগ্রাম সিটি থেকে ১০, হাটহাজারী উপজেলা থেকে ২৩, নিয়ামতপুর উপজেলা থেকে ০৭ এবং ঢাকা থেকে ১০ জন) নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় (চট্টগ্রাম সিটি, হাটহাজারী, নিয়ামতপুর, ঢাকা) চারটি (০৪) ওরিয়েন্টেশন সেশন প্রকল্পের প্রধান দলের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

"রিডিং বাডিস" সেশন পরিচালনা

শ্রেণী কক্ষেও কার্যক্রমের মধ্যে, ইন্টারেক্টিভ পঠন অভিজ্ঞতা প্রচারের লক্ষ্যে Let's Read প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, হাটহাজারী, নিয়ামতপুর এবং ঢাকায় অবস্থিত সংস্থার স্কুলগুলোতে প্রতি সপ্তাহে একটি করে "রিডিং বাডিস" সেশন পরিচালনা করা হয়। সেশনগুলোতে ছাত্রদের দলবদ্ধ করা হয়এবং তাদের Let's Read App-ব্যবহার করে Let's Read Digital Library হতে গল্প পড়ে শোনানো হয়।

প্রকল্প এলাকার অভিভাবকদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

প্রকল্পের লক্ষ্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা দেয়া ও শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের বইপড়ার জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গত ৯-১০আগস্ট দুই দিনব্যাপী প্রকল্প এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে অভিভাবকগণ কিভাবে শিশুদের Let's Read App-ব্যবহার করে Let's Read Digital Library হতে ১০ হাজারেরও বেশি আকর্ষণীয় গল্পের বইপড়ে শুনাতে পারবেন তা ধারনা দেয়া হয়। এতে শিশুরা স্মার্টফোনে অযথা কাটানো সময়টুকুতে বইপড়ার সুযোগ পাবে যা শিক্ষা, ভাষাগত দক্ষতা, জ্ঞানের পরিধি এবং সেই সাথে সৃজনশীলতা বিকাশেও সহায়ক হবে।

রিডিং ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলার লক্ষ্যে Let's Read প্রকল্পের আওতায় ঘাসফুলের স্কুলগুলোতে রিডিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতি সপ্তাহে একবার রিডিং ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

"বুক টক" সেশন পরিচালনা

Let's Read প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, হাটহাজারী, নিয়ামতপুর এবং ঢাকায় অবস্থিত ঘাসফুলের স্কুল গুলোতে প্রতি সপ্তাহে একটি করে "বুক টক" সেশন পরিচালনা করা হয়। এ সেশনগুলোতে শিক্ষক ক্লাসে Let's Read App-ব্যবহার করে গল্পপড়ে শোনান এবং একজন ছাত্রকে তার সহপাঠীদের কাছে গল্পটি ব্যাখ্যা এবং উপস্থাপন করতে বলেন।

"রিডিং মোটিভেশনাল ক্যাম্প" আয়োজন

স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে বই পড়ার অভ্যাসকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একটি, হাটহাজারী উপজেলায় একটি এবং নিয়ামতপুরে একটি মোট তিনটি "রিডিং মোটিভেশনাল ক্যাম্প" এর আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে অভিভাবকদের মাঝে Let's Read App-এর পরিচিতি এবং বই পড়ার গুরুত্বও বই পড়ার মাধ্যমে অভিভাবকদের সাথে তাদের বাচ্চাদের বন্ডিং তৈরি হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

শিশুদের গল্প বলার প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল এর বাস্তবায়নে The Asia Foundation এর সহায়তায় চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে "এসোপড়ি! এসোজানি!-Let's Read! Let's Learn!" প্রকল্পের উদ্যোগে শিশুদের গল্প বলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন The Asia Foundation এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শুকলা দে, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান। ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, স্কুলের শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ। "এসোপড়ি! এসোজানি!" শিশুদের গল্প বলার প্রতিযোগিতায় প্রায় একশ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণকরে এবং তার মধ্যে বিজয়ী ১০জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান শুকলা দে বলেন, শিশুদের পড়ালেখার পাশাপাশি Let's Read App টির মাধ্যমে তাদের উদ্ভাবনীও সৃজনশীল পড়ালেখা এবং গল্প বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে অভিভাবকেরাও তার সুফল ভোগ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য Let's Read প্রকল্পের আওতায় Let's Read Appটির মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসুচী'ও চট্টগ্রাম হাটহাজারী মেখল, গুমানমর্দ্দন ও নিয়ামতপুর ইউনিয়নের ৯৫টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের ৩,৮০০ জন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ২০টি শিখন কেন্দ্রের ১২০০ জন, চট্টগ্রাম পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ৭০ জন, পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ১৬২ জনসহ সর্বমোট ৫২৩২ জন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ উক্ত কার্যক্রমের সুফল ভোগ করছে।

৪র্থ শ্রেণির পাঠ উন্নয়ন ও ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন ট্রেনিং ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অলংকার মিশ্রিত শব্দ ও যুক্তবর্ণ শব্দের পাঠদানকে আরো প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের নিয়ে গত ২২ জুলাই সংস্থার ঢাকা অফিসে পাঠ উন্নয়ন ও ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ও শিক্ষকগণ।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে গত তিন মাসে সংস্থার ঢাকা অফিসে ৩টি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। রিফ্রেশার্স ট্রেনিং এ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, সুপার ভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম মো. মোশারফ হোসেন।

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে গত জানুয়ারি মাসে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভিভাবকরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিন মাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয়সরকার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে।

স্বাক্ষরতা দিবস পালন

গত ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছবি আঁকা, স্বাক্ষর শিখানো, স্বাক্ষর তার গল্পবলা ওআলোচনা করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এ সময় শিক্ষক ও প্রোগ্রাম সুপার ভাইজারগণ উপস্থিত ছিলেন।

মোছাঃ ছালেহা বেগম
প্রোগ্রাম সুপারভাইজর
আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি, ঢাকা, ঘাসফুল

শারীরিক অসুস্থতা ছাপিয়ে রাজিবের এক টুকরো স্বপ্ন!

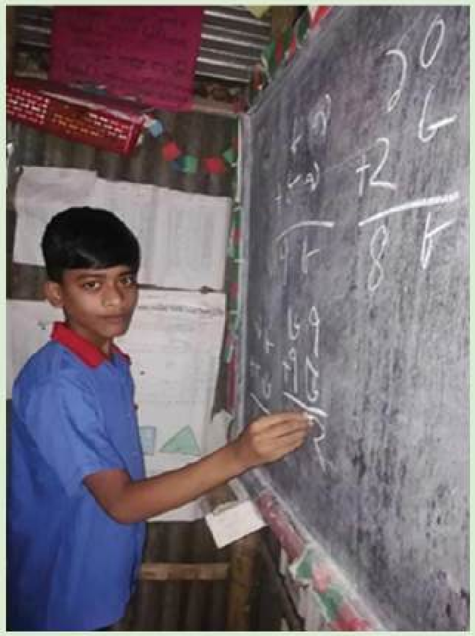

শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও রোজগার করে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে ১২ বছর বয়সী এক কিশোর। স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে না পারলেও অদম্য ইচ্ছা শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে। পাহাড়াদার বাবা জলিল সরকার ও গৃহকর্মী মা অফিনুর বেগমের বড় ছেলে মোঃ রাজীব। ফুচকা বিক্রি করে চার ভাই-বোন ও বাবা-মা নিয়েই তার পরিবার। ছোটবেলা থেকেই তার কথা বলতে সমস্যা। কথায় অস্পষ্টতার কারণে সমাজে অবজ্ঞার শিকার হলেও দমে থাকেনি রাজীব। স্বপ্ন দেখেছে আকাশ সমান বড় হবার। তাই শুরু করে ফুচকার ব্যবসা। প্রতিমাসে নূন্যতম ১০ হাজার টাকা রোজগার করে পরিবারের আর্থিক চাকা সচল রেখেছে সে।

রাজিব ঘাসফুলের নিয়ন্ত্রণাধীন আগারগাঁও-১ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। পড়াশোনার পাশাপাশি আগারগাঁওয়ের আশেপাশে অবস্থানরত স্কুলের সামনে নিয়মিত ফুচকা বিক্রি করে চলে তার জীবন সংগ্রাম। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাজীব ছোট বেলা থেকেই অত্যন্তবিনয়ী। তার অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও সে যেভাবে পরিশ্রম করে চলেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজের পরিবারের হাল ধরা সহজ বিষয় নয়। ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে অস্পষ্ট ভাষায় রাজীব বলেন, আমি জীবনে অনেক বড় হতে চাই। পড়াশোনা শেষ করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোই আমার ইচ্ছা। অস্পষ্টতা ভাষায় রাজিব বলে, আমাকে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়ায় ঘাসফুলের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। কেননা পড়াশোনা শেষ করলেই আমি জীবনে বড় কিছু করতে পারব।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত স্বশরীরে এবং অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেন উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক শামসুল হক, খালেদা আক্তার, সাইদুর রহমান খান, মোঃ নাছির উদ্দিন ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মকসুদুল আলম কুতুবী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক ফরিদুর রহমান প্রমুখ।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীরসংখ্যা	আয়োজক
Preparedness and response for Health and disaster Management	১৯-২০ জুলাই ২০২৩	০২	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রণালয়
CQI-IRCA Certificated-PR328:QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Course	১৬-১৯ আগস্ট ২০২৩	০১	BRAC
Microfinance Management	১৬-১৯ আগস্ট ২০২৩	১৩	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Microfinance Management	২৭আগস্ট ২০২৩	০৯	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Project Proposal Writing and Grants Management Training	১৮-২৭ সেপ্টেম্বও ২০২৩	০২	BRAC
Workshop on Training	২৩ সেপ্টেম্বও ২০২৩	০২	PKSF
Leadership for Development Professional	১০-১৪ সেপ্টেম্বও ২০২৩	০১	PKSF
Microfinance Management Refreshers Training	০৮-২৩ সেপ্টেম্বও ২০২৩	৬০	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম সংবাদ

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ
প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্য কর্মীরা উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৬৪৫ জন
টিকাদানকর্মসূচি	৫৩৭ জন
পরিবার পরিকল্পনা	৩৩৯ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৯৪৮ জন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায়
ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়। গত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার সাপাহার শাখায় মোট ০২টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	০২	২৫৩	৫৭	৩৯
ক্রমপূঞ্জিভূত	২০৪	৩৭,৫২৪	৫,৩১৬	৪,৫৭৫

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	
সমিতিরসংখ্যা	৪,৩৯৫
সদস্য সংখ্যা	৭৯,৭০০
সঞ্চয় স্থিতি	৯০৮,৩৭৫,০২৮
ঋণ গ্রহীতা	৫৯,৩১৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২৬,৪৩২,৮৩৯,৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২৪,২১৬,১৯৩,৫১৬
ঋণ স্থিতিরপরিমান	২,২১৬,৬৪৬,১৮৪
বকেয়া	১৪৩,৯১১,৭৯৫
শাখারসংখ্যা	৬০

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৮৮ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩,৪৮৫,১৯৭ (চৌত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার একশত সাতানব্বই) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৮৭৫,১৬৩ (আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার একশত তেষট্টি) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৪৪০,০০০ (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা।

শোক সংবাদ!

আমরা শোকাহত

পিতৃ বিয়োগ

ঘাসফুল, মাদারবাড়ী শাখায় (কোড-০৩) কর্মরত শাখা হিসাব রক্ষক রাখী বৈদ্য এর পিতা গত ১০ জুলাই এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকে গমণ করেন। "ওঁ গঙ্গা দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু"!

ঘাসফুল সরকারহাট শাখার (হাটহাজারী) শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল হক এর পিতা গত ১৫ জুলাই দুপুর ১২.১৫ মিনিটে নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২২ বছর

৭৪তম জন্মবার্ষিকী

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল

০৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ক্রীড়া সংগঠক ক্যাপ্টেন শহীদ শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার ধানমন্ডির আবাহনী মাঠে এবং চট্টগ্রামে ডিসি অফিসের সামনে ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। উক্ত দিন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর জীবনী নিয়ে অনলাইন প্লাটফর্মে একটি আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। আলোচনা সভায় চট্টগ্রাম, ফেনী, ঢাকা, নওগাঁ, চাপাঁইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন জোনের জোনাল প্রধান, এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থ্যাপকগণ সংযুক্ত ছিলেন। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ড্রপডাউন ব্যানার প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম'র হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের রহিমপুর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে মেখলের যুবদেও অংশগ্রহণে "প্রীতি ফুটবল ম্যাচ" অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দিন চৌধুরী। আরো উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ইউপি মেম্বার মোঃ রাশেদ, মোঃ মামুন, মেখল খেলোয়াড় সমিতির সভাপতি মোঃ মঞ্জুরসহ ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকবৃন্দ।

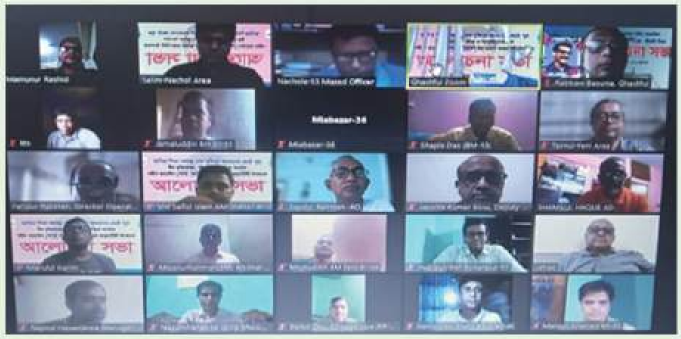

ঘাসফুলে বুয়েট গবেষক দলের মত বিনিময় সভা;

চট্টগ্রামের উন্নয়ন : নগরে বন্যা, জলাবদ্ধতা ও ভূমিধ্বস

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট'র পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ২৪ জনের গবেষক দলের প্রধান ড. সোনিয়া বিনতে মোর্শেদ এর নেতৃত্বে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর প্রধান কার্যালয়ে গত ৩০ আগস্ট "চট্টগ্রামের উন্নয়ন: নগরে বন্যা, জলাবদ্ধতা ও ভূমিধ্বস "শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী এর সভাপতিত্ব ও সঞ্চলানায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান। ঘাসফুলের চলমান কার্যক্রম উপর ডকুমেন্টরী প্রদর্শন করা হয় ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর উপস্থাপনা করেন সহকারী পরিচালক কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নগরে বন্যা, জলাবদ্ধতা ও ভূমিধ্বস বিষয়ক সমস্যা ও করণীয় সর্ম্পকে তথ্য উপাত্তভিত্তিক উপস্থাপনা প্রদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ এর সভাপতি ড. মো: আলী হায়দার।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
সাদিয়া রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

বাকী অংশ ১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org